# অষ্টম অধ্যায়

## অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবাস-ভবনে অবস্থিতি, মালিনীর বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দ-সেবা, মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্রীতি-পরীক্ষা, শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা, মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীবাসকে বরদান, নিত্যানন্দের বাল্যভাবে বিবিধ-লীলা, শচীমাতার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত, মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ, নিত্যানন্দের প্রভু-গৃহে ভোজন, শচীমাতার ঐশ্বর্য দর্শন, গৌর-নিতাইর অদ্ভুত আবেশ, মহাপ্রভুর শিবগায়ন-স্কন্ধে আরোহণ, রাত্রিতে সঙ্কীর্তন করিবার সঙ্কল্প, শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি রাত্রে সঙ্কীর্তন-বিলাস, পাষণ্ডিগণের মৎসরতাবশে বিবিধ উক্তি, মহাপ্রভুর গণসহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্তন, মহাপ্রভুর বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ ও অদ্ভুতভাবে ভোজন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ রঙ্গে বিলাস করিতে থাকিলে নিত্যানন্দ শ্রীবাস-ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিরন্তর বাল্যভাবে অবস্থিতি-হেতু নিত্যানন্দ স্বহস্তে ভোজন করিতেন না, মালিনী তাঁহাকে পুত্রপ্রায় করিয়া বাৎসল্য-ভাবে সেবা করিতেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে পরীক্ষার্থ বলিলেন যে, শ্রীবাস অজ্ঞাতকুলশীল অবধূত নিত্যানন্দকে নিজগৃহে স্থান দিয়াছেন কেন? নিজ জাতিকুলের সম্মান-রক্ষার্থ তাঁহাকে গৃহে স্থান দেওয়া অকর্তব্য। তদুত্তরে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে জানাইলেন, যিনি একদিন মাত্রও মহাপ্রভুর ভজন করিয়াছেন, তিনিই শ্রীবাসের প্রিয়। বিশেষতঃ নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি যদি কখনও মদিরা-যবনী-সংসর্গে গমন অথবা শ্রীবাসের জাতি-প্রাণ-ধনাদি নাশ করিয়াও থাকেন, তথাপি তৎপ্রতি শ্রীবাসের শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবে না। মহাপ্রভু শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা-দর্শনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দিলেন যে, যদি লক্ষ্মীদেবীও কোন দিন ভিক্ষা করেন, তাহা হইলেও শ্রীবাসের কোন দিনই অভাব হইবে না এবং শ্রীবাসের গৃহস্থিত কুক্কুর-বিড়ালাদিরও মহাপ্রভুর প্রতি অচলা ভক্তি থাকিবে। অতঃপর তিনি শ্রীবাসের উপর নিত্যানন্দের সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু সর্ব-নদীয়ায় ভ্রমণ করিতে থাকিলেন; কখনও গঙ্গামধ্যে সন্তরণ করিতে থাকেন এবং স্রোতে দেহ ভাসাইয়া লইলে অপার আনন্দ লাভ করেন। কখনও বা মুরারি-গঙ্গাদাস প্রভৃতির গৃহে, কখনও বা মহাপ্রভুর ভবনে গমন করেন। শচীমাতা নিত্যানন্দকে দেখিলে পরম স্নেহ করেন। নিত্যানন্দ বাল্যভাবে শচীমাতার চরণ স্পর্শ করিতে গেলে শচীদেবী পলায়ন করেন।

একদিন শচীমাতা স্বপ্নে কিছু বিচিত্রতা দর্শন করিয়া তাহা মহাপ্রভুর নিকট বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ উভয়ে পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক বালকের বেশে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণকে এবং মহাপ্রভু বলরামকে হস্তে ধারণপূর্বক পরস্পর মারামারি করিতে লাগিলেন। রাম-কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া গৌর-নিত্যানন্দকে অনধিকারী বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে বলিলে নিতাই বলিলেন যে, পূর্বযুগে অর্থাৎ দ্বাপরে কৃষ্ণ-বলরামের লীলাধিকার ছিল, কিন্তু বর্তমান কলিতে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই, গৌর-নিতাই সর্ব-উপহারাদি-গ্রহণের অধিকারী। রাম-কৃষ্ণ বলিলেন যে, তাঁহারা গৌর-নিতাইকে বন্ধন করিয়া সেই গৃহে রাখিয়া চলিয়া যাইবেন।

এইরূপে সকলে কলহ করিতে করিতে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচীমাতাকে 'স্ব-জননী' বলিয়া সম্বোধন-পূর্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি হেতু অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন, ইত্যবসরে শচীমাতার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

মহাপ্রভু স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্বক তাহা অন্যের নিকট বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহ---বড়ই প্রত্যক্ষ, নৈবেদ্যাদি অর্ধেক ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি লক্ষ্মীর প্রতি সন্দেহ করিতেন যে, হয়ত তিনিই অর্ধেক দ্রব্য খাইয়া ফেলেন; কিন্তু এতদিনে তাঁহার সে ভ্রম ঘুচিল। অতএব নিত্যানন্দকে ভোজন করান কর্তব্য। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সমীপে গিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-পূর্বক প্রভুগৃহে কোন প্রকার চাপল্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভুর উত্তরে নিত্যানন্দ বলিলেন যে, কেবল পাগলেই চঞ্চলতা করিয়া থাকে। মহাপ্রভু নিজের মত সকলকেই ভাবিয়া থাকেন। এইরূপে দুইজনে কথা কহিতে কহিতে মহাপ্রভুর গৃহে আগমন করিলেন এবং গদাধরাদি আপ্তগণ-সহ একত্র উপবেশন করিলেন।

ঈশান পাদ-প্রক্ষালনার্থ জল প্রদান করিলে পর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ-প্রভু সাক্ষাৎ রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় একত্র ভোজন করিতে বসিলেন। শচীমাতা পরিবেশন করিতে গিয়া ত্রিভাগে ভোজ্য প্রদান করিলে তাঁহারা হাস্য করিতে লাগিলেন। শচীমাতা গৌর-নিতাইর অঙ্গে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বলরামের চিহ্নাদি দর্শন করিয়া মূর্ছিতা হইলে মহাপ্রভু তাঁহার গাত্রোত্থান করাইলেন।

মহাপ্রভু নদীয়ায় বিবিধ বিলাসকল্পে ভক্তগণের মন্দিরে গমন করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন রূপ প্রকটিত করেন। একদিন জনৈক শিব-গায়ন ডমরু বাজাইয়া শিব-গীত গাহিতে থাকিলে মহাপ্রভু আপনাতে শিবমূর্তি প্রকট করিয়া গায়কের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। পরে বাহ্য পাইয়া অবতরণ-পূর্বক তাহাকে ভিক্ষা দিলেন। শিবগায়ন কৃতার্থ হইয়া নিজগৃহে চলিল। মহাপ্রভু স্ব-গণকে আহ্বানপূর্বক প্রতি রাত্রে সঙ্কীর্তন-বিলাস করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তদনুসারে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। পাষণ্ডিগণ তাহা শুনিয়া নানারূপ নিন্দা করিয়া বিবিধ মিথ্যা অপবাদ রটাইতে থাকিল। কীর্তন শ্রবণে মহাপ্রভু আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িলে শচীমাতা চিন্তিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন,----মহাপ্রভু পরানন্দে আছাড় খাইয়া পড়িলে যদিও কোন ব্যথা অনুভব না করেন, তথাপি মাতার প্রাণে তাহা সহ্য হয় না। অতএব তিনি যেন উহা জানিতে না পারেন। মহাপ্রভু জননীর হৃদয়-ভাব অবগত হইলেন এবং তৎকালাবধি মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন-বিলাসকালে শচীমাতা আবিষ্ট-চিত্ত থাকেন, কিছুই জানিতে পারেন না। শ্রীহরিবাসর-দিবস শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন আরম্ভ হইলে মহাপ্রভুর বিবিধ প্রেমবিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল। মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সঙ্কীর্তন হইতে থাকিলে অভ্যন্তরে প্রবেশে অসমর্থ পাষণ্ডিগণ বিবিধ কটূক্তি দ্বারা সগণ মহাপ্রভুর নিন্দা করিতে থাকে। মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাহাদের বাক্য উপেক্ষা করিয়া কীর্তন-বিলাসে মত্ত থাকেন। রাসক্রীড়ার দীর্ঘ রজনী যেরূপ গোপিকাগণের নিকট তিলার্ধমাত্র বোধ হইয়াছিল, মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে মত্ত হইয়া ভক্তগণেরও রজনী-সকল ঐরূপ অজ্ঞাতসারে অতিবাহিত হইত।

একদিন কীর্তনান্তে মহাপ্রভু শালগ্রাম সকল ক্রোড়ে ধারণপূর্বক বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিলেন এবং নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত যাবতীয় উপহার ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় দুইশত ব্যক্তির ভোজ্য গ্রহণপূর্বক পুনর্বার নৈবেদ্য চাহিলে ভক্তগণ তৎপ্রদানে অসমর্থ হইয়া কেবল তাম্বূল প্রদান করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে বাহ্য পাইয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ আনন্দ-কোলাহলে মহাপ্রভু নবদ্বীপে লীলা করিতে লাগিলেন।

(গৌঃ ভাঃ)

সগোষ্ঠী শ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্বপ্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম।।১।।
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন।।২।।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর।।৩।।
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়।।৪।।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব-বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল।।৫।।

নিত্যানন্দের বাল্যভাবে শ্রীবাস-গৃহে অবস্থান এবং মালিনীদেবীর বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দসেবা—

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।।৬।।
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায়।।৭।।
নিত্যানন্দ অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে, যেন পুত্র-মাতা।।৮।।

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর পরীক্ষা—

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত।।৯।।
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এই অবধূতে কেনে রাখ নিরন্তর? ১০।।
কোন্ জাতি, কোন্ কুল, কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি,—বলিলাম আমি।১১।।
আপনার জাতিকুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও।।"১২।।

মহাপ্রভুর ছলনা বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাসের উত্তর-প্রদান ও নিত্যানন্দে সুদৃঢ় বিশ্বাস জ্ঞাপন—

ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
"আমারে পরীক্ষ' প্রভু, এ নহে উচিত।।১৩।।
দিনেক যে তোমা ভজে' সেই মোর প্রাণ।
নিত্যানন্দ—তোর দেহ, মো হ'তে প্রমাণ।।১৪।।
মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে।।১৫।।
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা।।"১৬।।

# গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বালকের ন্যায় স্বভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসের গৃহে বাস করিতেছিলেন। শ্রীবাসপত্নী মালিনী তাঁহাকে বাৎসল্য-রসে পুত্রের ন্যায় ভোজনাদি করাইতেন। তজ্জন্য শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসের অনুরাগ জানিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন,----"অজ্ঞাত-কুলশীল নিত্যানন্দের সহিত এত মিশামিশি ভাল নয়।" তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন,----'আমি জানি, নিত্যানন্দ----তোমারই দেহ। ভগবত্তত্ত্বে দেহ-দেহী ভেদ নাই, তাহা আমাদের বাৎসল্য-রসের সেবায় প্রমাণিত হইতেছে। নিত্যানন্দের সেবা ও তোমার সেবায় কোন ভেদ নাই। আমি তোমার ভক্ত। আমি জানি, তোমাতে যাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি আছে, সেই আমার হৃদয়ের আরাধ্য-বস্তু। আমাকে এরূপভাবে বিপরীত উক্তি-দ্বারা পরীক্ষা করা তোমার কর্তব্য নহে।।"৬-১৪।।

অবধূত,----দেহসংস্কার-রহিতো জড়োঽবধূতঃ (----বল্লভঃ) অবধূতঃ নিরস্তঃ শিশ্নোদরপরাভিমতো যস্য সঃ (----সিদ্ধান্তপ্রদীপঃ), যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্। অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে।। 'অ'ক্ষরত্বাদ্ 'ব'রেণ্যত্বাৎ 'ধূ'ত-সংসার-বন্ধনাৎ। 'ত'ত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাৎ 'অবধূতো'ঽভিধীয়তে (----শব্দসার)।।১০।।

মদিরা-পানোন্মত্ত জনগণ নানা কু-কার্যে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয় বলিয়া তাহারা সামাজিকের দর্শনে অত্যন্ত ঘৃণ্য। মদিরা-দ্বারা জীবের বুদ্ধি-বৃত্তি বিনষ্ট হয় এবং কু-কার্যে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃত রূপাকৃষ্ট ভোগি-সম্প্রদায় জাতিকুল-আচারাদির বিচার না করিয়াই যবনীর সহিত সংসর্গ করে। তদ্দারা তাহারা তাহাদের জাতিকুলে কলঙ্ক প্রবেশ করে এবং তাহারা অধঃপতিত হয়।

উত্তর-শ্রবণে মহাপ্রভুর সানন্দ হুঙ্কার ও শ্রীবাসকে বরপ্রদান—

**এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে।**
**হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে।।১৭।।**
**প্রভু বলে,—'কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস?**
**নিত্যানন্দ-প্রতি তোর এতই বিশ্বাস? ১৮।।**
**'মোর গোপ্য নিত্যানন্দ', জানিলা সে তুমি।**
**তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিয়ে আমি।।১৯।।**
**"যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।**
**তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে।।২০।।**
**বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর।**
**সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির।।২১।।**
**নিত্যানন্দে সমর্পিলুঁ আমি তোমা' স্থানে।**
**সর্বমতে সংবরণ করিবা আপনে।।"২২।।**

নদীয়ানগরে নিত্যানন্দের বাল্যভাবে লীলা—

**শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।**
**নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়ানগর।।২৩।।**
**ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।**
**মহাস্রোতে লই' যায়, সন্তোষ অপার।।২৪।।**

প্রাজাপত্য ও ব্রাহ্ম-বিবাহ ব্যতীত পৈশাচ, রাক্ষসাদি-বিবাহ এবং সবর্ণবিবাহ ব্যতীত অসবর্ণ-বিবাহ, অপকৃষ্ট ম্লেচ্ছ-সংসর্গ---জাতিদোষের কারণ। আসব-সেবার দ্বারা জীবের বুদ্ধিবৃত্তি পাপপথে চালিত হইয়া যবনী-সংসর্গের উপাদেয়ত্ব ব্যক্তিবিশেষের রুচিতে প্রকাশিত হয়। সামাজিক বিচারে উহা বিশেষ ঘৃণিত ব্যাপার। প্রভু নিত্যানন্দ বৎসলরসাশ্রিত আশ্রয়গণের অতি প্রিয় বস্তু। জগদ্গুরু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ যদি কখনও, ঐরূপ সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত কার্যও করিয়া বসেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি শ্রীবাসের অনুরাগ শ্লথ হইবে না। শ্রীবাস বলিতেছেন,----শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যদি তাঁহার জাতি নাশ করেন বা তাঁহাকে সংহার কিম্বা তাঁহার ধনাদি অপহরণ করেন, তাহা হইলেও নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তির লেশমাত্র হ্রাস হইবে না। প্রেমের এই প্রকার স্বভাব যে, প্রেমের পাত্রের প্রতি লৌকিক বিতৃষ্ণাকারক কোনও লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলেও তদ্‌বৈলক্ষণ্য ঘটে না। 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে আমি নিত্যকাল অনুরক্ত, সামান্য লৌকিক নশ্বর বিরোধি-ভাব তাঁহাতে দেখা গেলেও আমি তাঁহার অনুরাগের পক্ষপাতিত্ব পরিহার করিব না। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পরম নৈতিকের পরমোচ্চ আদর্শ। যদি কেহ তাঁহাকে গর্হণ করিবার মানসে সর্বাপেক্ষা নীচতার সহিত তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়াস করে, তাহা হইলেও আমার বিচারে নিত্য আনন্দময় বস্তুর সেবা পরিত্যাগ করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।' দুর্বলহৃদয়, পাপপ্রবণ-চিত্ত নরগণ এই সকল নিত্যানন্দ-মহিমার কথা বুঝিতে না পারিয়া বিকৃতভাবে গ্রহণপূর্বক তাহাদের নিজ অসৎ স্বভাবের সমর্থন করে। তাহাতে নীতি-বিগর্হিত ঘৃণিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অদূরদর্শিতা, সত্যবস্তুতে প্রবেশাধিকারবঞ্চিত ভাব-সমূহ কখনও শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রাকৃত গম্ভীরলীলার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। পাপিগণের বুদ্ধি-বিপর্যয় করিবার জন্য কৃষ্ণের স্তেয়-লীলা বা বহির্বিচারে লাম্পট্য-লীলা; তাহা অধমরুচিবিশিষ্ট জনগণের অধিক অমঙ্গল উৎপাদন করে। কিন্তু জড়বাসনারহিত ভগবৎসেবাপর জনগণের পরমোচ্চতা-প্রদর্শন-কল্পে যে-সকল নিত্য লীলার বিস্তার, তাহাতে জীবের স্বভাবগত নিত্য-সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজপ্রভুর ভ্রাতা শ্রীচৈতন্যদেবে সামান্য অনুরাগবিশিষ্ট থাকিলেও শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দের লোকাতীত প্রেম বুঝিতে না পারিয়া নিজের সর্বনাশ আবাহন করিয়াছিলেন। তাহার অনুসরণে বাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায় নরকাভিযানের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় তাহাদেরও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে দুর্নীতির আরোপ করিবার প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোনদিনই নীতিশাস্ত্র-বিগর্হিত কার্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। আধ্যাত্মিক বা আসুরিক দর্শনে তাঁহার প্রতি ঐ সকল ভাবের আরোপ যাহাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে প্রতিভাত হয়, সেই ভাগ্যহীন জনগণের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ চরণ-শরণ জনগণের পদানুসরণ সর্বতোভাবে বিধেয়।।১৫-১৬।।

নিত্যানন্দপ্রভু সর্বতোভাবে আমার (গৌরসুন্দরের) রক্ষণীয় বস্তু,---ইহা তুমি (শ্রীবাস) অবগত আছ জানিয়া আমার সন্তোষের অবধি নাই। সর্বৈশ্বর্যাধিপতি নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবী কিংবা ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ঐশ্বর্য-বিচ্যুত হইয়া যদি দরিদ্রতা-বশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাও করেন, তথাপি নারায়ণীর প্রভাবে তোমার কোনদিনই 'অভাব' বলিয়া কোন অবস্থা থাকিবে না। ভগবদ্ভক্তির বিচার তোমাতে যে প্রকার পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে অভক্তগণের জাগতিক ধনধান্যে লক্ষ্মীমন্ত করিবার অধিকারিণী লক্ষ্মীদেবীরও

বালক-সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে।।২৫।।
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া।।২৬।।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন।।২৭।।

শচীমাতার নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে স্বপ্ন ও মহাপ্রভুকে গোপনে তাহা নিবেদন—

একদিন আই কিছু দেখিলা স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর-স্থানে।।২৮।।
"নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিলুঁ স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুই জন।।২৯।।
বৎসর-পাঁচের দুই ছাওয়াল হইয়া।
মারামারি করি' দোঁহে বেড়াও ধাইয়া।।৩০।।
দুইজনে সান্ধাইলা গোসাঞির ঘরে।
রাম-কৃষ্ণ লই' দোঁহে হইলা বাহিরে।।৩১।।
তার হাতে কৃষ্ণ, তুমি লই' বলরাম।
চারি জনে মারামারি মোর বিদ্যমান।।৩২।।
রাম-কৃষ্ণ-ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
"কে তোরা ঢাঙ্গাতি, দুই বাহিরাও গিয়া।।৩৩।।
এ বাড়ী, এ ঘর, সব আমা দোঁহাকার।
এ সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ যত উপহার।।"৩৪।।
নিত্যানন্দ বলয়ে,—"সে-কাল গেল বয়ে।
যে-কালে খাইলে দধি-নবনী লুটিয়ে।।৩৫।।
ঘুচিল গোয়ালা—হৈল বিপ্র-অধিকার।
আপনা চিনিয়া ছাড় সব উপহার।।৩৬।।
প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন?"৩৭।।
রাম-কৃষ্ণ বলে,—'আজি মোর দোষ নাই।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি।।৩৮।।
দোহাই কৃষ্ণের যদি আজি করোঁ আন।'
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ গর্জ করে রাম।।৩৯।।

---

যদি কোনদিন অভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও তোমার অভাব হইবে না। তোমার ভগবানের প্রতি এতাদৃশী সেবাপ্রবৃত্তি যে, তোমার কথা দূরে যাউক, অথবা তোমার আত্মীয়স্বজনের কথা দূরে যাউক, তোমার গৃহের বিড়াল, কুক্কুর প্রভৃতি পালিত অবরজীবকুলও আমাতে অচলা-ভক্তি-বিশিষ্ট থাকিবে। আলবন্দারু ঋষি বলেন,----'যদ্যপি ভগবদিচ্ছাক্রমে আমাকে এই ধরাধামে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন ভক্তগৃহের কুক্কুর-মার্জারাদি অথবা কীটাদি-স্বরূপেও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই'। 'সম্রাট কুলশেখর বলেন,----'জন্মে জন্মে ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট জনগণের সঙ্গে যদি থাকিবার অবসর হয়, তাহা হইলে আমার মুক্তিও বরণীয়া নহে।' ভগবদ্ভক্তের এতাদৃশ সঙ্গ-প্রভাব যে, তাঁহাদের ন্যূনাধিক সঙ্গ অবর প্রাণীতে সঞ্চারিত হইলে তাহাদিগেরও ভগবৎ-সেবোন্মুখতা-লাভের সুযোগ হয়। কোন বৈষ্ণব গাহিয়াছেন,----"বৈষ্ণবের গৃহে যদি হইতাম কুক্কুর। এঁঠো দিয়া তরাইতেন বৈষ্ণব ঠাকুর।।"১৯-২১।।

তোমার উপাস্যবস্তু নিত্যানন্দকে নিরন্তর সেবা করিবার জন্য আমি তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তুমি সর্বতোভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাক, এইরূপ আশীর্বাদ করি। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তের সন্ধিনী শক্ত্যধিষ্ঠিত ভগবদ্‌বিগ্রহের মর্যাদাময়ী সেবা সবিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় পাঁচ প্রকার রসে রাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা হইয়া থাকে। শ্রীগদাধর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীদামোদর-স্বরূপাদি শক্তিবর্গে শ্রীগৌরসুন্দরের রাধাভাব-বিভাবিত-চেষ্টা মধুর-রস-লীলার উপকরণরূপে অভিব্যক্ত আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কৃষ্ণলীলা স্তব্ধ করিয়া ঔদার্যলীলায় মধুর ভাবের কল্পনা রসাভাসদোষদুষ্ট। শ্রীবাসাদির বাৎসল্যযুক্ত দাস্যরস শুদ্ধভক্তির আদর্শ। উহা শ্রীনিত্যানন্দানুগজনগণের আরাধ্য বস্তু। শ্রীগদাধরপ্রমুখ শক্তিতত্ত্বের আরাধনা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতির অনুগ সম্প্রদায়ে পরিদৃষ্ট হয়। কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি পরিকরবর্গে সরল সহজ দাস্য, শ্রীরামানন্দ, পরমানন্দ প্রভৃতির সখ্যাবরণে মধুর-রতির পূর্ণ বিকাশ; গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল প্রভৃতি আধার-সমূহে শান্ত রসের সেবন ভগবদ্ভক্তগণ লক্ষ্য করিয়া থাকেন।।২২।।

সান্ধাইলা,---প্রবেশ করিলেন।।৩১।।

নিত্যানন্দ বলে,—'তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর—আমার ঈশ্বর'।।৪০।।
এইমতে কলহ করয়ে চারি জন।
কাড়াকাড়ি করি' সব করয়ে ভোজন।।৪১।।
কাহারো হাতের কেহ কাড়ি' লই' খায়।
কাহারো মুখের কেহ মুখ দিয়া খায়।।৪২।।
'জননী' বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
"অন্ন দেহ' মাতা, মোরে ক্ষুধা বড় করে।।"৪৩।।
এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইলুঁ।
কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি, তোমারে কহিলুঁ।।৪৪।।

স্বপ্ন বিবরণ শ্রবণে মহাপ্রভুর হাস্য ও জননীকে প্রত্যুত্তর দান—

হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন।।৪৫।।
"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা।।৪৬।।
আমার ঘরের মূর্তি পরতেক বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড়।।৪৭।।
মুঞি দেখোঁ বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে, না কহোঁ কারে লাজে।।৪৮।।
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল।।৪৯।।
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে।।৫০।।

নিত্যানন্দকে ভোজন করাইবার জন্য জননীকে মহাপ্রভুর অনুরোধ এবং মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ ও উপদেশ—

বিশ্বম্ভর বলে,—" মাতা, শুনহ বচন।
নিত্যানন্দে আনি' ঝাট করাহ ভোজন।।"৫১।।
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা।।৫২।।

---

শ্রীধাম-মায়াপুরে শচীগৃহে নারায়ণ-শিলামূর্তি ব্যতীত রাম ও কৃষ্ণের আর দুইটী বিগ্রহ ছিল। শচীদেবী স্বপ্নে যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই মহাপ্রভুর নিকট বর্ণনমুখে বলিতেছেন যে, নিত্যানন্দ ও তুমি (বিশ্বম্ভর) এই উভয়ে পাঁচ বৎসরের শিশু মূর্তিতে আমাদের ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া রাম ও কৃষ্ণের বিগ্রহ হাতে তুলিয়া লইয়া পরস্পর কলহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের সহিত নিত্যানন্দের এবং রামের সহিত তোমার বাদপ্রতিবাদ ও হাতহাতিমুখে বড়ই প্রীতিজনক কলহ আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছি। রাম-কৃষ্ণ বিগ্রহ বলিতেছেন,----তোমরা দুইজন শঠ, তাঁহাদের ঘরে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ভোজ্য দ্রব্য কাড়িয়া খাইতেছ, ইহাতে তাঁহারা ক্রোধের ভাব প্রদর্শন করিতেছেন।।২৮-৩৩।।

ঢাঙ্গাতি,----খল, শঠ, চতুর, চোর,।।৩৩।।

ব্রজলীলায় গোপতনয় রাম-কৃষ্ণ হইয়া তোমরা দধি, ছানা প্রভৃতি গব্য একচেটিয়া করিয়া খাইয়াছ। এক্ষণে সেই সময় অতিবাহিত হওয়ায় ব্রাহ্মণবটুরূপে প্রকটিত হইয়াছ। সুতরাং এখনকার অধিকার জানিয়া ঐসকল উপহারের প্রতি লোভ পরিত্যাগ কর।।৩৬।।

এড়িমু,----রাখিব।

নিত্যানন্দ তাহাদের দুইজনের অধিকারের কথা জানাইলে রাম-কৃষ্ণ বলিলেন,----"তোমাদের দুইজনকে এইস্থানে বন্ধন করিয়া স্থাপিত করিব এবং আমরা এখন হইতে এইস্থান পরিত্যাগ করিব। ইহাতে আমাদিগের কেহ অপরাধ গ্রহণ করিতে পারিবে না।" যদিও রাম-কৃষ্ণ এইস্থানে অর্চাবিগ্রহরূপে অবস্থিত আছেন, তথাপি গৌর-নিত্যানন্দের অধিকারের কথা স্থাপিত হওয়ায় তাঁহারা উঁহাদিগকে রাম-কৃষ্ণ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এইস্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন।।৩৮।।

শ্রীশচীদেবীর কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,----আমাদিগের গৃহের রামকৃষ্ণ-মূর্তি----বড়ই প্রত্যক্ষ দেবতা। তোমার স্বপ্ন দর্শনে আমার চিত্ত এ বিষয়ে বিশেষরূপে দৃঢ় হইল।।৪৭।।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পাচিত অন্নাদি নিবেদন করিতেন, তখন লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, নৈবেদ্যের অর্ধাংশ শ্রীবিগ্রহগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে মহাপ্রভু বলিলেন,----"আমার মনে মনে সন্দেহ হইত যে, তোমার পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী

নিত্যানন্দ স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর।।৫৩।।
''আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা''—করাইলা শিক্ষা।।৫৪।।
কর্ণ ধরি' নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু, বিষ্ণু' বলে।
''চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে।।৫৫।।
যে বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল।।''৫৬।।
এত বলি' দুইজনে হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণ-কথা কহি' কহি' আইলা বাড়ীতে।।৫৭।।
হাসিয়া বসিলা একঠাঁই দুইজন।
গদাধর-আদি আর পরমাপ্তগণ।।৫৮।।

শচীগৃহে গৌর-নিত্যানন্দের ভোজনলীলা—

ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন।।৫৯।।
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।।৬০।।
এই মত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব, সেই প্রেম, সেই দুইজন।।৬১।।

শচীমাতার পরিবেশন, ঐশ্বর্য দর্শন ও মূর্ছা—

পরিবেশন করে আই পরম সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা, দুই জন হাসে।।৬২।।
আরবার আসি' আই দুই জনে দেখে।
বৎসর পাঁচেক শিশু দেখে পরতেকে।।৬৩।।
কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জন চতুর্ভূজ, দুই দিগম্বর।।৬৪।।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ দেখে মকর-কুণ্ডল।।৬৫।।
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে।।৬৬।।

---

উহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তোমার স্বপ্নের কথা শুনিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, শ্রীবিগ্রহগণ সাক্ষাৎ-নৈবেদ্যের অনেক অংশ ভক্ষণ করিয়া আমাদের জন্য অবশেষ রাখেন।'' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অভ্যন্তরে অন্যগৃহে থাকিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন।।৪৯।।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিজ গৃহে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং ভিক্ষাকালে কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে নিত্যানন্দ বলিলেন,----'বিষ্ণু, বিষ্ণু'! পাগলেই চঞ্চলতা করে। তুমি সকলকেই নিজের মত দেখ, তুমি নিজে চঞ্চল----কৃষ্ণরসে পাগল তাই জগৎশুদ্ধ সকলকেই সেইরূপ মনে কর, আমাকেও চঞ্চল ভাব, ----এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়েই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে আগমন করিলেন।।৫৩-৫৭।।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়ে ভোজনে উপবেশন করিলে আর্যা শচীমাতা তাঁহাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। দুইজনের প্রসাদ বিতরণ করিতে গিয়া তিনি ভ্রমক্রমে তিনজনের জন্য পরিবেশন করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। শচীদেবী তিনজনের মত পরিবেশন করিয়া পুনরায় আসিয়া দেখেন যে, গৌর ও নিত্যানন্দ দুইজনে খাইতেছেন। তিনি উভয়কেই পাঁচ বৎসরের শিশুরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন।।৬২-৬৩।।

শ্রীশচীদেবী দেখিলেন, পাঁচ বৎসরের দুইটী শিশুই----বস্ত্রবিহীন; একটীর বক্ষে কৌস্তুভ, অপরের হস্তে হল-মূষল। উভয় শিশুই----চতুর্ভুজ। একটী শিশুর বক্ষে পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী অবস্থিতা। একবার মাত্র এইরূপ দর্শন করিয়াই আর দেখিতে পাইলেন না।

''আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে'' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিলেন। 'শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ। কুর্বতীঃ প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিন্তে তপসি কারণম্? বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাহব্রবীৎ। তদ্দুর্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ।। স্বর্ণরেখেব তে নাথ বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি। এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা।'' (----পাদ্মে) অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য অবলোকনপূর্বক তাহাতে লোলুপ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,----''তোমার তপস্যার কারণ কি?'' লক্ষ্মী কহিলেন,----''আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে তোমার সহিত

পড়িলা মূর্ছিত হঞা পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে।।৬৭।।
অন্নময় সর্ব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে।।৬৮।।

মহাপ্রভু-কর্তৃক জননীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ ও আশ্বাসন—

আথেব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি'।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি'।।৬৯।।
''উঠ উঠ মাতা, তুমি স্থির কর চিত।
কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত?''৭০।।

সংজ্ঞালাভে শচীর নিরুত্তরে ক্রন্দন ও প্রেমভাব—

বাহ্য পাই' আই আথেব্যথে কেশ বান্ধে।
না বলয়ে কিছু আই গৃহ-মধ্যে কান্দে।।৭১।।
মহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কম্প সর্ব-গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায়।।৭২।।
ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার।
যত ছিল অবশেষ—সকল তাঁহার।।৭৩।।
সেবিলেন সর্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দশ-লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্।।৭৪।।
এই মত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্মী-ভৃত্য বই ইহা কেহ নাহি জানে।।৭৫।।
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের ভাণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড।।৭৬।।
এই মত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাঝে।
কীর্তন করেন সব ভকত-সমাজে।।৭৭।।
যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সবে নবদ্বীপেরে আইলা।।৭৮।।
সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সবার।।৭৯।।
প্রভুর প্রকাশ দেখি' বৈষ্ণব-সকল।
অভয় পরমানন্দে হইলা বিহ্বল।।৮০।।

মহাপ্রভু ও পার্ষদগণের পরস্পর চিত্তভাব ও ব্যবহার—

পভুও সবারে দেখে প্রাণের সমান।
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।।৮১।।

---

বিহার করিতে অভিলাষ করি।'' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—''তাহা বড়ই দুর্লভ।'' লক্ষ্মী পুনর্বার বলিলেন,—''নাথ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় হইয়া তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি।'' তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—''আচ্ছা, তাহাই হইবে।'' লক্ষ্মীও স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।।৬৬।।

বসনাসমূহ নয়নাশ্রুতে সিক্ত হইল। ভগবদ্দর্শনকালে মুক্তদর্শনে বাহ্যপ্রতীতি বিলুপ্ত হয়। অন্তর্দশা-লাভ ভাগ্যহীনের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় উহার নিত্যোপলব্ধি করিতে অসমর্থ। আধ্যক্ষিকগণের বিচারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-জ্ঞানেই সকল বস্তু অবস্থিত। কিন্তু তুরীয় প্রভৃতি অপ্রাকৃত দর্শনে সাধারণের অধিকার না থাকায় উহাতে তাহারা আস্থা স্থাপন করিতে বিমুখ হয়।।৬৭-৬৮।।

প্রভুর গৃহ-ভৃত্য ঈশান বিক্ষিপ্ত-অন্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া গৃহাদি নির্মুক্ত করিলেন। ঈশানের ভাগ্যের সীমা নাই। তিনি প্রভুর জননীর সেবাকার্যে চির-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেও ভৃত্য ঈশান তাঁহার প্রভুজননীর ও প্রভুপত্নীর সেবা লাভ করিয়া জগতের ধন্য-ভৃত্যগণের মধ্যে পরম ধন্য বা ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন।।৭৩-৭৪।।

মর্মীভৃত্য—মূর্খ আধ্যক্ষিকগণ সেবাবিমুখ হইয়া ভোগবুদ্ধিতে পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাঁহারা বহির্জগতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া রহস্যাত্মক সত্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ। অন্তরঙ্গ সেবকগণই বাহিরের ধারণায় বিমুগ্ধ না হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।।৭৫।।

জড়দেশ-কাল-পাত্রে ভগবান্ ও ভগবৎপার্ষদ আবদ্ধ নহেন,—ইহা জানাইবার জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন-জাতির মধ্যে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভগবদ্ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই যে যেখানে, যে-কালে, যে-ভাবে প্রকট হউন না কেন, সকলেই ভগবৎসেবা-তৎপর হইয়া অদ্বয়জ্ঞান শ্রীচৈতন্যদেবের সেবায় নিযুক্ত হন।।৭৮।।

বেদে যাঁরে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সবারে করে প্রেম-আলিঙ্গন।।৮২।।
নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়।।৮৩।।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে।
আচার্যরত্নের ক্ষণে চলেন মন্দিরে।।৮৪।।
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি।।৮৫।।

মহাপ্রভুর বিবিধ অচিন্ত্য-ভাবাবেশ—

নিত্যানন্দ স্বরূপের বাল্য নিরন্তর।
সর্বভাবে আবেশিত প্রভু-বিশ্বম্ভর।।৮৬।।
মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ।
ভাগ্য-অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ।।৮৭।।
কোনদিন গোপীভাবে করেন রোদন।
কারে বলে 'রাত্রি-দিন'—নাহিক স্মরণ।।৮৮।।
কোনদিন উদ্ধব-অক্রূর-ভাব হয়।
কোনদিন রাম-ভাবে মদিরা যাচয়।।৮৯।।
কোনদিন চতুর্মুখ-ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্ম-স্তব পড়ি' পড়ে পৃথিবী উপর।।৯০।।
কোনদিন প্রহ্লাদ-ভাবেতে স্তুতি করে।
এইমত প্রভু ভক্তি-সাগরে বিহরে।।৯১।।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী-জগন্মাতা।
'বাহিরায় পুত্র পাছে'—এই মনঃকথা।।৯২।।
আই বলে,—"বাপ, গিয়া কর গঙ্গাস্নান।"
প্রভু বলে—"বল মাতা, 'জয় কৃষ্ণ রাম'।।"৯৩।।
যত কিছু কহে শচী পুত্রের উত্তর।
'কৃষ্ণ' বই কিছু নাহি বলে বিশ্বম্ভর।।৯৪।।
অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝন না যায়।
যখন যে হয়, সেই অপূর্ব দেখায়।।৯৫।।

শিব-গীত-শ্রবণে মহাপ্রভুর শঙ্করাবেশ এবং শিব-গায়নের স্কন্ধে আরোহণ—

একদিন আসি' এক শিবের গায়ন।
ডম্বুর বাজায়, গায় শিবের কথন।।৯৬।।
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাহয়ে শিবের গীত, বেড়ি' নৃত্য করে।।৯৭।।
শঙ্করের গুণ শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য-জটাধর।।৯৮।।
এক লম্ফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে—'মুঞি সে শঙ্কর।।'৯৯।।
কেহ দেখে জটা, শিঙ্গা, ডমরু বাজায়।
'বোল বোল' মহাপ্রভু বলয়ে সদায়।।১০০।।
সে মহাপুরুষ যত শিব-গীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল।।১০১।।
সেই ত' গাইল গীত নিরপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈলা তার কান্ধে।।১০২।।
বাহ্য পাই' নামিলেন প্রভু-বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর।।১০৩।।
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
'হরিধ্বনি' সর্বগণে মঙ্গল উঠিল।।১০৪।।
জয় পাই' উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।
ঈশ্বর সহিত সর্ব-দাসের বিলাস।।১০৫।।

মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসের প্রস্তাব—

প্রভু বলে,—"ভাই-সব, শুন মন্ত্রসার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা সবাকার।।১০৬।।

---

প্রত্যেক ভক্ত তাঁহার হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তি-দ্বারা সর্বতোভাবে প্রভুর সেবা করেন। প্রভুও তাঁহাদিগের সেবা গ্রহণ করিয়া প্রত্যেককেই প্রিয়তম জ্ঞান করেন। ইহা পরিচ্ছন্ন জীবের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অবতারিত্ব প্রচারিত হয়। প্রত্যেক ভক্তই নিজ নিজ রসে ভগবৎ-সেবায় আপনাদিগকে যথোচিত নিযুক্ত করিয়া ভগবানের পূর্ণ প্রীতির পাত্র হন। সকলেই জানেন,—"ভগবান্ আমাকে যত ভালবাসেন, এরূপ আর কাহাকেও ভালবাসেন না।" একের প্রাধান্য, অপরের অপ্রাধান্য-হেতু যে বৈষম্য জগতে ঈর্ষার উদ্ভব করায়, সেইরূপ বিচার শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে স্থান পায় না।।৮১।।

আজ হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সবে কীর্তন-মঙ্গল।।১০৭।।

সংকীর্তন করিয়া সকল গণ-সনে।
ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে।।১০৮।।

চিন্ময় বৃত্তিদ্বারা ভগবান্ সর্বক্ষণই আকর্ষণ ও অনুশীলনের বস্তু হন। সমগ্র চেতন-জগৎ একমাত্র যাঁহার সেবা তৎপরতায় সর্বক্ষণ অনুসন্ধান করেন, সেই সেব্য ভগবান্ তদ্‌বিনিময়ে সকলকেই প্রেমভাজন জানিয়া প্রীত্যালিঙ্গনে সফলকাম করেন।।৮২।।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত ভুজচতুষ্টয় ধারণ করিয়া মহাপ্রভু অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে স্বীয় নারায়ণ-স্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং কাহাকেও কাহাকেও নিজের ষড়্ ভুজ-মূর্তি প্রদর্শন করেন। নৃসিংহের ভুজদ্বয়, রামের ভুজদ্বয় এবং কৃষ্ণের ভুজদ্বয় সম্মিলিত হইয়া ষড়্ ভুজ। নৃসিংহের দক্ষিণ হস্তে ভক্তবাৎসল্য ও বামকরে নখর দ্বারা ভক্তদ্বেষীর বিদারণ, রামচন্দ্রের ধনুর্বাণযুক্ত হস্তদ্বয়ে ভোগিসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাশা-সংহারকার্য, এবং কৃষ্ণের ভুজদ্বয়ে মুরলীর দ্বারা প্রেমভাজন জনগণের আকর্ষণ,---এই লীলাত্রয় প্রদর্শনকল্পে শ্রীগৌরসুন্দর ষড়্ ভুজ-মূর্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন কোন সময়ে তাঁহার ষড়্ ভুজে কনকাভিলাষ, প্রতিষ্ঠাশা ও কামভোগ-তৎপরতার অবসানরূপ অন্য কথাও প্রকাশিত হয়। রামের ভুজদ্বয়ে ধনুর্বাণ, কৃষ্ণের ভুজদ্বয়ে মুরলী ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভুজদ্বয়ে আমরা দণ্ড-কমণ্ডলু দর্শন করি। তাহতে কনক-লঙ্কাবিধ্বংসী রামভুজদ্বয়, রতিলোলুপ মদনবিধ্বংসী ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুরলীবদ্ধ ভুজদ্বয়, আর জীবের কামিনী-আহরণ চেষ্টারূপ প্রতিষ্ঠাশা-নাশী ভুজদ্বয়দ্বারা পরিপালন জ্ঞাপন করে। নানাপ্রকার মতবাদ অদ্বয়জ্ঞানেতর পথের পথিকগণকে ভক্তিবিমুখ করিয়া জগতে যে কুতর্কজঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছিল, একহস্তে দণ্ডধারণ-দ্বারা সেই জঞ্জালাচ্ছন্ন লোকগণকে দণ্ডিত ও অন্যহস্তে প্রেমবারিভাজন কমণ্ডলু-ধারণ-দ্বারা আধ্যক্ষিক প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জনগণের কৈতব-মূল উৎপাটন করিয়াছেন।।৮৩।।

নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরমোপাদেয় বিচার-প্রদর্শনকার্যে সর্বক্ষণ নিত্যানন্দের সহিত অবস্থান-লীলা।।৮৫।।

মর্যাদাপথের উপাস্যবস্তুরূপে বিভিন্ন বৈকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠপতি-সমূহ, মৎস্য, কূর্ম, বামন, নৃসিংহ, রামাদি নৈমিত্তিক পরব্যোম-পতিসমূহের মূর্তি ভগবদ্ভক্তের সেবার যোগ্যতানুসারে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন মূর্তি দর্শন করিয়া ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাতে দেবান্তর কল্পনা না করেন, ইহা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ভগবান্ বিভিন্ন স্তাবকের রুচির অনুকূলে স্বীয় নিত্য বিগ্রহ-সমূহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবদুপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভে যে-সকল মানব ভগবানের অনিত্যরূপ কল্পনা করিয়া নিজের ভোগের চরিতার্থতার আস্ফালন করে, তাহা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই নিমিত্তের ছলনায় ভগবানের নিত্যমূর্তি-প্রাকট্যে প্রপঞ্চে অবতরণলীলা প্রদর্শিত হয়। অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুতে ঐসকল নিত্য লীলার প্রাকট্য বিভিন্ন নিত্যসেবকগণে উচ্ছলিত হইয়া তাঁহাদের আত্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা-লীলারূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল।।৮৭।।

কোন সময় মধুর-রতির আশ্রয়োপাসকের অনুগত জনগণের নিকটে গোপীভাবের চেষ্টা-সমূহ প্রদর্শনকালে অহোরাত্র বাহ্যস্মৃতির অভাব প্রদর্শন করিয়া মাথুরবিরহাদিলীলা প্রদর্শন করেন।।৮৮।।

কোন সময়ে অক্রুরের বিচারে ক্ষুব্ধ হইয়া গোপীজনের ভাবে বিভাবিত থাকেন। কোন সময় উদ্ধবের সান্ত্বনাবাক্যে কিঞ্চিৎ ধৈর্য-ধারণ ও পরক্ষণেই উচ্ছৃঙ্খলতাময় বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ় মহাভাব প্রদর্শন করেন। কোন সময় আপনাকে 'রৌহিণেয়' জানিয়া মদ্যপান-অভিলাষ-জ্ঞাপন করেন। এখানে কেহ মনে না করেন যে, তিনি "অন্তঃশাক্তো বহিঃশৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" বিচার ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা যে সেব্যবস্তুর একমাত্র অধিকারান্তর্গত,---ইহা জানাইবার জন্য এবং আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশে জীবকুল নিত্যাবস্থিত---এই কথার উপদেশপ্রসঙ্গে, শ্রীগৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যাহা যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিষয় ও আশ্রয়ের বৈচিত্র্য-প্রদর্শন-মাত্র। তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশ মনে না করেন, এই জন্যই শ্রীরূপানুগগণ বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগবিরোধী সাহিত্যিক-সম্প্রদায় জড়কার্য-বিনোদনে ব্যস্ত থাকায় শ্রীগৌরানুগত্য হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীগৌরনিজ-জনগণের বিরোধ করিয়া বসে। শ্রীচৈতন্যদেব তাদৃশ অমঙ্গল নিরাকরণের জন্য স্বীয় লীলার বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিভাব-সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। বদ্ধজীব বামনের চন্দ্র-স্পর্শের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আপনাকে বা তজ্জাতীয় বিভিন্নাংশ-জীবকে 'ভগবদবতার' কল্পনা না করেন, তাহার প্রতিষেধের জন্যই আচার্যের নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন মুখে বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের পরস্পর যথাযথ সেব্য-সেবকভাব-বিন্যাস-লীলা।।৮৯।।

জগৎ উদ্ধার হউ শুনি' কৃষ্ণনাম।
পরমার্থে তোমরা সবার ধন-প্রাণ।।"১০৯।।

বৈষ্ণবগণের আনন্দ এবং কেবল পার্ষদগণ সঙ্গে কীর্তন-বিলাসারম্ভ—

সর্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্তন-বিলাস।।১১০।।
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন।।১১১।।
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস।।১১২।।
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ।।১১৩।।
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, আছেন তথাই।।১১৪।।
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর।।১১৫।।
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য নাম জানি কত।।১১৬।।
সবেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বই আর কেহ নাহি তথি।।১১৭।।
প্রভুর হুঙ্কার, আর নিশা হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ডভেদয়ে যেন হেনমত শুনি।।১১৮।।

প্রভুর হুঙ্কার ও হরিধ্বনি শ্রবণে পাষণ্ডিগণের মাৎসর্য—

শুনিয়া পাষণ্ডী-সব মরয়ে বল্‌গিয়া।
নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া।।১১৯।।
এগুলা সকলে মধুমতী-সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি' মন্ত্র জপি' পঞ্চকন্যা আনে।।১২০।।
চারি প্রহর নিশা–নিদ্রা যাইতে না পাই।
'বোল বোল' হুহুঙ্কার, শুনিয়ে সদাই।।১২১।।
বল্‌গিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ।
আনন্দে কীর্তন করে শ্রীশচীনন্দন।।১২২।।

---

শ্রীচৈতন্যদেব আপনাকে শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অধস্তনরূপে প্রদর্শনপূর্বক বেদানুগ-স্তাবকগণের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্ম-স্তব পাঠ করিতেন এবং আপনার বিরিঞ্চিত্ব-জ্ঞাপনার্থ লোকমধ্যে প্রচার করিতেন।।৯০।।

কোনদিন প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তির প্রচারক হইয়া স্তবাদি করিতেন। ভক্তি-সমুদ্রে বিভিন্নভাবে বিচরণলীলা-প্রদর্শন-কল্পে আশ্রয়ের আনুষ্ঠানিক ভাবসমূহ শিক্ষা দিতেন। আশ্রয়ের বিভিন্নাংশ জীবকুল বিষয়জাতীয় বিগ্রহ হইতে পারেন না, ইহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।।৯১।।

প্রভুর বিভিন্ন উন্মাদের ভাবসমূহ দেখিয়া জগন্মাতা শচী দেবী আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহার উদ্বেগের কথা এই হইল যে, প্রভু গৃহ-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন।।৯২।।

প্রভুর যখন যে প্রকার আবেশ উপস্থিত হয়, তখন তাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই বলিয়া অপূর্ব মনে হইত। উহা সাধারণের অবোধ্য এবং চিন্তাতীত-রাজ্যে অবস্থিত।।৯৫।।

শিবের গান করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে।।৯৭।।

শিব-গান-গায়ক নিরপরাধে শিব-কীর্তন করার ফলস্বরূপে তাঁহার স্কন্ধে গৌরসুন্দর আরোহণ করিলেন।।১০২।।

নির্বন্ধিত---দৃঢ়সঙ্কল্প। সকলে দৃঢ়সঙ্কল্প কর যে, আজ হইতে প্রত্যহ রাত্রে কীর্তন-মঙ্গলোৎসব করিব।

যোল নাম বত্রিশ অক্ষর অপতিতভাবে নির্বন্ধ-পূর্বক প্রত্যহ নিশাকালে কীর্তন করিবার সঙ্কল্প করিলেন।।১০৭।।

জগতের লোকসকল দিবাভাগে বিষয়-কর্মে মত্ত থাকে, আর রাত্রিকালে নিদ্রার যাপন করে। কিন্তু প্রভুর আশ্রিত ভক্তগণ রজনীতে নিদ্রা না গিয়া দিবসের সকল সময়ে হরিকীর্তনের ন্যায় রাত্রিতেও হরিনাম কীর্তন করিতেন।।১১৮।।

যাহারা ভগবদ্ভক্তিবিরোধী, তাহাদের পাষণ্ডিতা প্রবল। তাহারা বলিত যে, ভক্তগণ অনর্থক চীৎকার করিয়া মরিতেছে। রাত্রিতে মদ্য পান করিয়া ইহারা চীৎকার করে।

বল্‌গিয়া,---বল্‌গ্ +ভাবে অ =বল্‌গা---আস্ফালন সহকারে নৃত্য।।১১৯।।

কীর্তন শ্রবণমাত্র মহাপ্রভুর ভাবাবেশে ভূমিতে পতন এবং তদ্দর্শনে শচীর দুঃখ—

শুনিলে কীর্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।
বাহ্য নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী উপরে।।১২৩।।
হেন সে আছাড় প্রভু পড়ে নিরন্তর।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড, সবে পায় ডর।।১২৪।।
সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি'।
'গোবিন্দ' স্মরয়ে আই মুদি' দুই আঁখি।।১২৫।।
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহবশে।।১২৬।।
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার।
এই বোল বলে কাকু করিয়া অপার।।১২৭।।
"কৃপা করি' কৃষ্ণ, মোরে দেহ' এই বর।
যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর।।১২৮।।
মুঞি যেন তাহা নাহি জানোঁ সে সময়।
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয়।।১২৯।।
যদ্যপিহ পরানন্দে তাঁ'র নাহি দুঃখ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ।।"১৩০।।

জননীর হৃদ্গত ইচ্ছা জানিয়া জননীকে গৌরসুন্দরের পরমানন্দ দান—

আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি' গৌরচন্দ্র।
সেই মত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ।।১৩১।।
যতক্ষণ প্রভু করে হরি-সংকীর্তন।
আইর না থাকে কিছু বাহ্য ততক্ষণ।।১৩২।।
প্রভুর আনন্দে নৃত্যে নাহি অবসর।
রাত্রি-দিনে বেড়ি' গায় সব অনুচর।।১৩৩।।
কোনদিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সবেই গায়েন, নাচে শ্রীশচীনন্দন।।১৩৪।।
কখন ঈশ্বরভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখন রোদন করে, বলে 'মুঞি দাস'।।১৩৫।।
চিত্ত দিয়া শুন ভাই প্রভুর বিকার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার।।১৩৬।।
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র।
তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ।।১৩৭।।

শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীহরিবাসরে ঊষঃকালে কীর্তন ও নৃত্যের শুভারম্ভ—

শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ।।১৩৮।।
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্তন ধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ'।।১৩৯।।
ঊষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর।।১৪০।।
শ্রীবাসপণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন-কত গায়।।১৪১।।

---

ভক্তগণ মধুমতী-নাম্নী সিদ্ধি লাভ করিয়া মন্ত্র-প্রভাবে পাঁচ প্রকার কুমারী আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত ব্যভিচার করে। তামস-তান্ত্রিকগণের পঞ্চ'ম'কার ও বীরাচারাদি নানাপ্রকার লোকনিন্দিত আচারের দ্বারা মধ্যযুগ অপবিত্র ছিল। ভক্তিবিদ্বেষিজনগণ ভক্তগণের প্রতি নিষ্কাম কীর্তনে এই প্রকার কুভাব আরোপ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই।।

মধুমতী সিদ্ধি,—উপাস্য-নায়িকা-বিশেষ; যথা—"তথা মধুমতী-সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। দেব-চেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভবন্তি হি।। স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি। তত্রৈব চেটিকাঃ সর্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ।।"
(—ইতি কৃকলাসদীপিকায়াং ৩য় পটলঃ)।।১২০।।

রাত্রিকাল-চারি প্রহর। ভক্তগণ সকল রাত্রিই হরিনাম-ধ্বনিদ্বারা জীবকে তমোভাবের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে বাধা দিতেন। উহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় উহারা বিরক্ত হইত, কিন্তু শচীনন্দন কীর্তনানন্দে মত্ত থাকিতেন।।১২১-১২২।।

আশ্রয়শূন্য হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলে মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইত, তাহাতে সকলের আশঙ্কা হইত।।১২৪।।

যেহেতু প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলে জননীর ক্লেশ হইত, তজ্জন্য গৌরসুন্দর হরিসঙ্কীর্তনকালে শচীদেবীকে আনন্দে আবিষ্ট করিয়া তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা অপহরণ করিয়াছিলেন। তখন শচী আর আনন্দ ব্যতীত দুঃখের অনুভব করিতে পারেন নাই।।১৩১-১৩২।।

লইয়া গোবিন্দ ঘোষ আর কত-জন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্তন।।১৪২।।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি।।১৪৩।।
গদাধর-আদি যত সজল নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্তনে।।১৪৪।।

কীর্তনে মহাপ্রভুর বিবিধ অত্যদ্ভুত ভাবাবেশ—

শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন।।১৪৫।।

ভাটিয়ারী রাগ

চৌদিকে গোবিন্দ-ধ্বনি, শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে।।১৪৬।।

হরি ও রাম।। ধ্রু।।

যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে।।১৪৭।।
সে ক্রন্দন দেখি' হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর কাছে।।১৪৮।।
যখন হাসয়ে প্রভু মহা-অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস।।১৪৯।।
দাস্যভাবে প্রভু নিজ মহিমা না জানে।
'জিনিলুঁ জিনিলুঁ' বলি' উঠে ঘনে ঘনে।।১৫০।।

তথাহি—

জিতং জিতমিতি অতিহর্ষেণ কদাচিদ্‌যুক্তো।
বদতি তদনুকরণং করোতি জিতং জিতমিতি।।১৫১।।

ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি।
ব্রহ্মান্ড ভেদয়ে যেন হেনমতে শুনি।।১৫২।।
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অনুচর।।১৫৩।।
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল।।১৫৪।।

---

মহাপ্রভুর বিকারের সহিত চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে কোনকালে কোন ভক্তের বিকারের তুলনা হইতে পারে না। যে-সকল কপট ব্যক্তি লোক-প্রতারণাকল্পে প্রভুর ন্যায় বিকার প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রেমের অভাব জানিতে হইবে।।১৩৬।।

শ্রীহরিবাসর-উপবাস দিবসে ভগবান্ গৌরসুন্দর নৃত্যের সহিত বিহিত হরিকীর্তন আরম্ভ করিলেন।

শ্রীহরিবাসর,—শ্রীহরির দিন অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রীহরির জন্মতিথি-সমূহ।

শ্রীহরিবাসরে উপবাস-পূর্বক ভক্তি-সহকারে হরিকে চিন্তন ও হরিমন্ত্র জপ করিয়া এবং হরিকর্মপরায়ণ ও তদ্‌গতমনা হইয়া কামনাবিহীন হইলে প্রহ্লাদবৎ নিঃসন্দেহে হরিনাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহতী শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরির অর্চনপূর্বক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অত্যুত্তম নৈবেদ্য, বিবিধ উপহার, জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, নানারূপ স্তুতি, চিত্তরঞ্জন নৃত্য, গীত, বাদ্য, দণ্ডবন্নমস্কার ও দিব্য জয়শব্দ-সহকারে এইরূপে অর্চন করিয়া নিশাভাগে জাগরণ করিয়া থাকিবে কিম্বা শ্রীহরিকথা কীর্তন করাই হরিপরায়ণের কর্তব্য। (—শ্রীহরিভক্তি-বিলাস)।।১৩৮।।

শ্রীবাস-অঙ্গন বহু পুণ্যের আশ্রয়স্থল; যেহেতু তথায় 'গোপাল গোবিন্দ' কীর্তন-ধ্বনির শুভারম্ভ প্রবর্তিত হইয়াছিল।।১৩৯।।

সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে প্রভু স্বয়ং নৃত্যমুখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গায়কগণের দ্বারা কীর্তন করাইয়াছিলেন।।১৪০।।

প্রভুর কেশগুচ্ছ আলুলায়িত ছিল। ক্রন্দনের কালে এক প্রহরের মধ্যে সেই বিচ্ছিন্ন কেশগুলি বন্ধন করিবার অবকাশ পান নাই।।১৪৭।।

**অন্বয়।** (মহাপ্রভুঃ) অতিহর্ষেণ যুক্তঃ (সন্) 'জিতং জিতং' ইতি বদতি (তদা ভক্তগণোঽপি) 'জিতং জিতং' ইতি (এবংরূপেণ) তদনুকরণং (তস্য ধ্বনেরনুকৃতিং) করোতি।।১৫১।।

**অনুবাদ।** মহাপ্রভু অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া 'জিতং জিতং' বলিতে আরম্ভ করিলে ভক্তগণও 'জিতং জিতং' রবে তদীয় ধ্বনির অনুকরণ করিতে লাগিলেন।।১৫১।।

কোন সময়ে প্রভুর শরীর তূলা হইতে হাল্‌কা হইয়া পড়িত। ভক্তগণ তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন।

পাতল,—পাতলা, হাল্‌কা, লঘু।।১৫৪।।

প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হই' করে অঙ্গনে ভ্রমণ।।১৫৫।।
যখনে যা হয় প্রভু আনন্দে মূর্ছিত।
কর্ণমূলে সবে 'হরি' বলে অতি ভীত।।১৫৬।।
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প।
মহা শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত।।১৫৭।।
ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে।।১৫৮।।
কখন বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল।।১৫৯।।
ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহয়ে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ।।১৬০।।
ক্ষণে যায় সবার চরণ ধরিবারে।
পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিকে ডরে।।১৬১।।
ক্ষণে নিত্যানন্দ-অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে।
চরণ তুলিয়া সবাকারে চাহি' হাসে।।১৬২।।
বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ।
লুটয়ে চরণ-ধূলি অপূর্ব রতন।।১৬৩।।
আচার্য গোসাঞি বলে,—"আরে আরে চোরা!
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভুরি মোরা।।"১৬৪।।
মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়।
চারিদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণগুণ গায়।।১৬৫।।
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয়, সবে পায় ডর।।১৬৬।।
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর।।১৬৭।।
কখনো বা করে কোটি সিংহের হুঙ্কার।
কর্ণ-রক্ষা হেতু সবে অনুগ্রহ তাঁর।।১৬৮।।
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায়।
কেহ বা দেখয়ে, কেহ দেখিতে না পায়।।১৬৯।।
ভাবাবেশে পাকল লোচনে যারে চায়।
মহাত্রাস পাঞা সেই হাসিয়া পলায়।।১৭০।।
ভাবাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচেন বিহ্বল হঞা নাহি পরাপর।।১৭১।।
ভাবাবেশে একবার ধরে যা'র পায়।
আর বার পুনঃ তার উঠয়ে মাথায়।।১৭২।।
ক্ষণে যার গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ।।১৭৩।।
ক্ষণে হয় বাল্য-ভাবে পরম চঞ্চল।
মুখে বাদ্য বায় যেন ছাওয়াল-সকল।।১৭৪।।
চরণ নাচায় ক্ষণে, খল খল হাসে।
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে।।১৭৫।।
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব—ত্রিভঙ্গসুন্দর।
প্রহরেক সেইমত থাকে বিশ্বম্ভর।।১৭৬।।

---

কোন সময় তাঁহার গাত্রের তাপ জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ উপলব্ধ হইত। গাত্রে চন্দন লেপ দিতে দিতেই শুখাইয়া যাইত।

মলয়জ,----মলয়-পর্বত-জাত চন্দন।।১৫৯।।

অদ্বৈত প্রভু গৌরসুন্দরকে 'চোরা' সম্বোধন করিয়া বলিলেন,----'আমরা তোমার সকল গরিমা বুঝিয়া লইয়াছি।'

ভারিভুরি,----ভড়ং, আড়ম্বর গাম্ভীর্য, সম্ভ্রম, আত্মশ্লাঘা, গরিমা, জাঁক।।১৬৪।।

প্রভুর কোটিসিংহবৎ হুঙ্কার-ধ্বনি জীবের কর্ণ-পটহ বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইলেও তিনি দুর্বল কর্ণ-পটহ রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের প্রতি কৃপান্বিত হন।।১৬৮।।

তাঁহার শব্দে কোন সময়ে পৃথিবী বিদীর্ণা হইত।

ক্ষণে ক্ষণে তিনি ভূমি হইতে আল্‌গা হইয়া অর্থাৎ ভূমি স্পর্শ না করিয়া গমন করেন। কোন কোন ভক্ত তাহা লক্ষ্য করেন, কেহ বা তাহা দেখিতে পান না।

আলগ----আল্‌গ (অলগ্ন-শব্দজ)----আল্‌গা, পৃথক্, ভিন্ন ।।

পালক,----রক্তবর্ণ, লোহিত, অগ্নিবর্ণ।।১৭০।।

কখনও কোন ভক্তের পদস্পর্শ করেন, কখনও বা আবার তাঁহার মস্তকে আরোহণ করেন।।১৭২।।

ক্ষণে ধ্যান করি' করে মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র।।১৭৭।।
বাহ্য পাই' দাস্য ভাবে করয়ে ক্রন্দন।
দন্তে তৃণ করি' চাহে চরণ- সেবন।।১৭৮।।
চক্রাকৃতি হই' ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে।।১৭৯।।
যখন যে ভাব হয়, সেই অদ্‌ভুত।
নিজ নামানন্দে নাচে জগন্নাথ-সুত।।১৮০।।
ঘন ঘন হুঙ্কারয় সর্ব অঙ্গ নড়ে।
না পারে হইতে স্থির, পৃথিবীতে পড়ে।।১৮১।।
গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি।
ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি।।১৮২।।
অলৌকিক হঞা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
যে বলিতে যোগ্য নহে, তাও প্রভু ভাষে।।১৮৩।।
পূর্বে যে বৈষ্ণব দেখি' 'প্রভু' করি' বলে।
"এ বেটা আমার দাস" ধরে তার চুলে।।১৮৪।।
পূর্বে যে বৈষ্ণব দেখি', ধরয়ে চরণ।
তা'র বক্ষে উঠি' করে চরণ অর্পণ।।১৮৫।।

প্রভুর আনন্দে ভাগবতগণের গলাগলি প্রেমক্রন্দন—

প্রভুর আনন্দ দেখি' ভাগবতগণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন।।১৮৬।।
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ-রসে হই' ভোলা।।১৮৭।।
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ-করতাল।
সংকীর্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল।।১৮৮।।

সুমঙ্গল শ্রীহরিসংকীর্তন ও মহাপ্রভুর মহিমা—

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ।।১৮৯।।
এ কোন্ অদ্ভুত—যা'র সেবকের নৃত্য।
সর্ববিঘ্ন নাশ হয়, জগত পবিত্র।।১৯০।।
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে।
ইহার কি ফল—কিবা বলিব পুরাণে।।১৯১।।
চতুর্দিগে শ্রীহরি-মঙ্গল-সংকীর্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন।।১৯২।।
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার যশে নাচে শিব, সে নাচে আপনে।।১৯৩।।
যার নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন।
যার নামে অজামিল পাইল মোচন।।১৯৪।।
যার নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি' কলিযুগে নাচে।।১৯৫।।
যা'র নাম গাই' শুক-নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন-প্রভু-যার গুণ গায়।।১৯৬।।
সর্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান।।১৯৭।।
হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, তখন না হইল।
হেন মহা-মহোৎসব দেখিতে না পাইল।।১৯৮।।

---

কোন সময় পরম চঞ্চল বালকের ন্যায় বালোচিত মুখবাদ্যের আবাহন করেন।

বায়,----'বাজায়' (সংক্ষেপে 'বায়'), বাদ্য করে।

ছাওয়াল,----শিশু, ছেলে, অর্বাচীন।।১৭৪।।

জানুগতি চলে,----হামাগুড়ি দিয়া ভ্রমণ করেন।

জানুগতি----জানুদ্বারা গতি (গমন), হামাগুড়ি।।১৭৫।।

পাঠান্তরে----'হুহুঙ্কার'।।১৮১।।

বাগ্‌গদগদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।। (---ভাঃ ১১।১৪।২৪)। সংকীর্তনধ্বনিং শ্রুত্বা যে চ নৃত্যন্তি বৈষ্ণবাঃ। তেষাং পাদরজস্পর্শাং সদ্য পূতা বসুন্ধরা।। (---নারদ-পঞ্চরাত্র)।।১৯০।।

কলিযুগ প্রশংসা—

কলিযুগ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি' ব্যাসসুতে।।১৯৯।।
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর।।২০০।।

ভগবৎ-দাস্য বা ভক্তিসুখের মহিমা ও ভক্ত্যনভিজ্ঞের নিন্দা—

ভাব-ভরে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের পায়।।২০১।।
কতি গেলা গরুড়ের আরোহণ-সুখ।
কতি গেলা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ।।২০২।।
কোথায় রহিল সুখ-অনন্ত-শয়ন।
দাস্যভাবে ধূলি লুটি' করয়ে রোদন।।২০৩।।
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার।
দাস্য-সুখে সব সুখ পাসরিল তার।।২০৪।।
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি' বাহু-মুখ।।২০৫।।
শঙ্কর-নারদ-আদি যার দাস্য পাঞা।
সর্বৈশ্বর্য তিরস্করি' ভ্রমে দাস হঞা।।২০৬।।
সেই প্রভু আপনার দন্তে তৃণ করি'।
দাস্য-যোগ মাগে সব-সুখ পরিহরি'।।২০৭।।
হেন দাস্যযোগ ছাড়ি' আর যেবা চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি' ধায়।।২০৮।।
সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায়।।২০৯।।

---

প্রভু,—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, স্বয়ং নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া নৃত্য করেন। পুরাণ-সমূহ ইহার ফল বলিয়া শেষ করিতে পারে না।।১৯১।।

ভগবানের ভক্ত মহাদেব ভগবন্নামানন্দে বিভোর হইয়া স্বীয় পরিধেয় বসন-ধারণে বিস্মৃত হন। যাঁহার কীর্তি গান করিতে গিয়া শিবের আনন্দ-নৃত্য, তিনি স্বয়ং নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যশে—পাঠান্তরে 'রসে'।।১৯৩।।

ভাঃ ১।১।১৬, ১।২।১৭-২১, ২।২।৩৭, ২।৮।৫, ৩।৯।৫, ৩।১৩।৪, ৪।২৯।৪০, ৬।১৬।৪৪, ১০।১।৪, ১০।১৪।৩, ১১।৬।৯, ১১।৬।৪৪, ১২।৩।১৫ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।।১৯৫।।

গ্রন্থকার নিজ দৈন্য-জ্ঞাপনোদ্দেশে বলিতেছেন,—মহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহার অভ্যুদয় না হওয়ায় তাঁহার জীবন পাপ-পূর্ণ হইয়াছে, যেহেতু—ভগবন্নৃত্য-মহোৎসব দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই।।১৯৮।।

ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার হইবে জানিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কলিযুগের প্রশংসা করিয়াছেন। "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে।। কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। (—ভাঃ ১১।৫।৩৬, ১২।৩।৫১)।।১৯৯।।

বৈকুণ্ঠনাথ নিজগলার বৈজয়ন্তী মালিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া ভক্তপদতলে অর্পণ করিলেন; গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সুখে ভ্রমণ পরিহার করিলেন; শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধসমূহ বিচ্ছিন্ন হইল; অনন্ত-শয়ন-সুখ পরিহার করিলেন; গৌরসুন্দরের লীলায় দাস্যভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভুত্ব-সুখ পরিহার করিয়া দাসের সুখে প্রমত্ত হইলেন।।২০১-২০৪।।

সম্ভোগ-রসের বিষয় হইয়া লক্ষ্মী-বদন নিরীক্ষণের পরিবর্তে মুখ ও বাহু উত্তোলনপূর্বক বিচ্ছেদ-সাগরে মগ্ন হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।।২০৫।।

হর-নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ স্ব-স্ব ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার সেবায় ব্যস্ত, সেই সেব্যতত্ত্ব দৈন্যক্রমে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া সেব্যের সুখসমূহ পরিহার-পূর্বক ভক্তিযোগের প্রার্থনা করিতেছেন।।২০৬-২০৭।।

গৌরসুন্দরের এই অভিনব আদর্শ দেখিয়াও যে ব্যক্তি ভক্তি-পথ পরিত্যাগ-পূর্বক আত্মম্ভরি হইয়া সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ের পক্ষপাতী হয়, তাহার বিচার অমৃত ছাড়িয়া বিষে জর্জরিত হইবার সদৃশ। "বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুংক্তে হলাহলং বিষম্।।" (—স্কান্দে)। "যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুখাসতে। স হেমরাজিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং

শাস্ত্রের না জানি' মর্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে।।২১০।।
এইমত শাস্ত্র বহে, অর্থ নাহি জানে।
অধম সভায় অর্থ-অধম বাখানে।।২১১।।
বেদে ভাগবতে কহে—দাস্য বড় ধন।
দাস্য লাগি' রমা-অজ-ভবের যতন।।২১২।।

শ্রীচৈতন্যবাক্যে অবিশ্বাসিজনের অচৈতন্যতা—

চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ।
চৈতন্য নাহিক তার, কি বলিব আন।।২১৩।।

প্রভুর দাস্যভাবে নৃত্য—

দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চৌদিগে কীর্তনধ্বনি অতি মনোহর।।২১৪।।

কীর্তনধ্বনি শ্রবণে অদ্বৈতের ভক্তিভাব—

শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মূর্ছিত।
তৃণ-করে তখনে অদ্বৈত উপনীত।।২১৫।।
আপাদমস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া।
নিজ শিরে থুই নাচে ভ্রূকুটি করিয়া।।২১৬।।
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি' সবার তরাস।
নিত্যানন্দ-গদাধর—দুই জনে হাস।।২১৭।।
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগৎজীবন।
আবেশের অন্ত নাহি হয় ঘনে ঘন।।২১৮।।

কীর্তন-নৃত্যে মহাপ্রভুর অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব সাত্ত্বিক-বিকার—

যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচী-সুতে।।২১৯।।

---

জিঘৃক্ষতি।।" (----মহাভারতে) "শ্রীহরের্ভক্তিদাস্যং চ সর্বমুক্তেঃ পরং মুনে। বৈষ্ণবানামভিমতং সারাৎসারং পরাৎপরম্।।" (----নাঃ পঃ রা ২।৭।৭)। "নাস্তি দাস্যাৎ পরং শ্রেয়ো নাস্তি দাস্যাৎ পরং পদম্। নাস্তি দাস্যাৎ পরো লাভো নাস্তি দাস্যাৎ পরং সুখম্।।" (----হরিভক্তিকল্পলতিকা)।।২০৮।।

যাহারা ভক্তির সৌন্দর্য না জানিতে পারিয়া প্রভু হইবার বাসনায় দাম্ভিকতার সহিত ভাগবত পাঠ করে, তাহাদের তাদৃশ পাঠ ----বৃথা।।২০৯।।

সভায়----পাঠান্তর "স্বভাব"।

যে-সকল পণ্ডিতাভিমানী ভাগবতের অধ্যাপক-সূত্রে ভক্তিহীন বিচার-দ্বারা আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করে, তাহারা ভারবাহী গর্দভের ন্যায় শাস্ত্র-বাক্য বহন করিয়া তদ্দ্বারা লাভবান্ হয় না। কেবল শাস্ত্রে বৃথা পরিশ্রম করিয়া ক্লেশ পায়। অযোগ্য শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ভক্তি-বর্জিত ভাগবতপাঠক যে অর্থ ব্যাখ্যা করেন, তাহার সেই ব্যাখ্যা সর্বতোভাবে হেয়। "বিপ্রৈর্ভাগবতী বার্তা গেহে গেহে জনে জনে। কারিতা ধনলোভেন কথাসারস্ততো গতঃ।" (----পাদ্মোত্তর ৬৩ অঃ) "যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্মমতদ্বিদঃ। তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄননুগচ্ছতি।।" (----মনু ১২।১১৫)। "ভৃতকাধ্যাপকে। যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা। শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ।।"(----মনু ৩।১৫৬) "অবৈষ্ণবমুখোদগীর্ণং পুতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।।" (----পাদ্মে।) "শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নামবিক্রয়ী। যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ।।" (----ব্রঃ বৈঃ) "ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ।।" (----ভাঃ ৭।১৩।৮)। "অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা। ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।।"----(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩১৫ সংখ্যাধৃত প্রাচীনকৃত শ্লোকে শ্রীশিব-বাক্য)।২১০-২১১।।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যই প্রমাণ-শিরোমণি। ভক্তিই সর্বারাধ্য। যাঁহার এ বিচার নাই, তিনিই চৈতন্য-বিমুখ 'মূঢ়' শব্দ-বাচ্য। বেদশাস্ত্র এবং বেদার্থ-ভাগবত সর্বতোভাবে ভক্তিরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। নারায়ণের লক্ষ্মীসমূহ ও ব্রহ্ম রুদ্রাদি সকলেই ভগবৎসেবক। "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ।" (----শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর)।।২১৩।।

নিছিয়া----আবরণ করিয়া।।২১৬।।

ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্ধেক নোঙাইতে নাহিক শকতি।।২২০।।
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমত হয়।
অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীতময়।।২২১।।
কখনো দেখি যে অঙ্গ গুণ-দুই-তিন।
কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ।।২২২।।
কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি' ঢুলি' যায়।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ আনন্দ সদায়।।২২৩।।

ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু-কর্তৃক বৈষ্ণবগণের পূর্বলীলার পরিচয় নির্দেশ—

সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি' একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব নাম ধরি ধরি' ডাকে।।২২৪।।
'হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
রমা, অজ, উদ্ধব, বলিয়া করে নাদ।।২২৫।।
এই মত সবা দেখি' নানা-মত বলে।
যেবা যেই বস্তু, তাহা প্রকাশয়ে ছলে।।২২৬।।
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি' দেখে সব ভৃত্য।।২২৭।।

দ্বাররুদ্ধ করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ কীর্তন এবং অপরের প্রবেশ নিষেধ—

পূর্বে যেই সান্ধাইল বাড়ীর ভিতরে।
সেই-মাত্র দেখে অন্যে প্রবেশিতে নারে।।২২৮।।
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে লোক সব নদীয়ার।।২২৯।।
ধাইয়া আইসে লোক কীর্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে লোক, দ্বারে রহে গিয়া।।২৩০।।
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
"কীর্তন দেখিব,—ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে।।"২৩১।।
যতেক বৈষ্ণব-সব কীর্তন-আবেশে।
না জানে আপন দেহ, অন্য জন কিসে।।২৩২।।

পাষণ্ডিগণের কোপ, নানাপ্রকার কুৎসা ও ভয়প্রদর্শন—

যতেক পাষণ্ডি-সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার।।২৩৩।।
কেহ বলে—"এগুলা-সকল মাগি' খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায়।।"২৩৪।।
কেহ বলে—"সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমনে ডাকে এ অষ্টপ্রহর।।"২৩৫।।
কেহ বলে,—"আরে ভাই! মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি' খায় লোক লুকাইয়া।।"২৩৬।।
কেহ বলে,—"ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত।।"২৩৭।।
কেহ বলে,—"হেন বুঝি-পূর্বের সংস্কার।"
কেহ বলে,—"সঙ্গদোষ হইল তাহার।।২৩৮।।

---

শ্রীমদ্ভাগবতেও যে-সকল বিকারের উদাহরণ লিপিবদ্ধ নাই, তাহাও গৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল।।২১৯।।

শ্রীগৌর-লীলায় গৌরসুন্দর পূর্ব পূর্ব লীলার পাত্রগণ নাম উল্লেখ করিয়া পার্ষদগণকে আহ্বান করিতেছিলেন। এতদ্দারা গৌরগণসমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছিল।।২২৬।।

ভগবানের নৃত্য-দর্শনে এত লোকভিড় হইয়াছিল যে, যাঁহারা শ্রীবাসের প্রাঙ্গণে পূর্বে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কেহ সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।।২২৮।।

লোক সব নদীয়ার----পাঠান্তরে অন্যলোক নদীয়ার।।২২৯।।

কীর্তন-আবেশে----পাঠান্তরে কীর্তনের রসে।।২৩২।।

যে-সকল লোক শ্রীবাসাঙ্গনে প্রবেশাধিকার পায় নাই, তাহারা নানাপ্রকার কুবাক্য বলিতে লাগিল,---"যাহারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ভিক্ষা-বৃত্তির দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেছে এবং আপনাদের দুর্দ্দশা অপরকে দেখাইতে লজ্জা বোধ করায় দ্বার বন্ধ করিয়াছে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে পেটের জ্বালায় গৃহস্থিত ব্যক্তিগণ অত চিৎকার করিবে কেন?"।।২৩৩-২৩৪।।

নিয়ামক বাপ নাহি,—তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাঞি।।"২৩৯।।
কেহ বলে,—"পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ।।"২৪০।।
কেবল বলে,—"আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ জানিল।।২৪১।।
রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা'-সবার সনে।।২৪২।।
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা'-সবা-সঙ্গে বিবিধ রমণ।।২৪৩।।
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ারে দিয়া করে নানা রঙ্গ।।"২৪৪।।

কেহ বলে,—"কালি হউক যাইব দেয়ানে।
কাঁকালে বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে।।২৪৫।।
যে না ছিল রাজ্য-দেশে, আনিয়া কীর্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল–সব গেল চিরন্তন।।২৪৬।।
দেবে হরিলেক বৃষ্টি, জানিহ নিশ্চয়।
ধান্য মরি' গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়।।২৪৭।।
খানি থাক, শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য।
কালি বা কি করোঁ দেখোঁ অদ্বৈত আচার্য।।২৪৮।।
কোথা হৈতে আসি' নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি' করে এতরূপ।।"২৪৯।।
এই মত নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব কিছু না শুনয়।।২৫০।।

---

কেহ কেহ বিচার করিল যে, উহারা লোকলজ্জা এড়াইবার জন্য মদ্য আনিয়া রাত্রিতে গোপনে পান করিবে বলিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে।।২৩৬।।

কেহ কেহ বলিল,—"নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গদোষ হওয়ায় লোক-চক্ষের অন্তরালে অসৎকার্য সম্পাদন করিবার জন্যই দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে।।"২৩৮।।

নিয়ামক,—শাসক, পরিচালক।

"নিমাইর নিয়ামক পিতা অর্থাৎ অভিভাবক নাই। আবার তদুপরি সে বায়ুগ্রস্থ, কতকগুলি অসৎসঙ্গী তাহাকে অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।"

বাই—(বায়ু-শব্দজ) বায়ুরোগ, উন্মাদ, বাতিক।।২৩৯।।

একমাস ব্যাকরণ অধ্যয়ন অধ্যাপনা না করিলে সূত্রগুলি সকলই বিস্মৃত হইতে হয়। সুতরাং নিমাই পণ্ডিত ব্যাকরণাদি সকল লেখাপড়া ভুলিয়া গিয়াছে।।২৪০।।

কেহ বলিল,—"আমরা দ্বার রুদ্ধ করিবার সঠিক সন্ধান পাইয়াছি। উহারা রাত্রিতে মন্ত্রের দ্বারা পঞ্চ প্রকার কন্যা আনয়ন করিয়া নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, গন্ধ-মাল্য ও বিবিধ বস্ত্রদ্বারা ভোজনাচ্ছাদন পূর্বক নানাপ্রকার বিলাসে প্রমত্ত থাকে এবং লোক-লজ্জা-নিবারণকল্পে দ্বার বন্ধ করিয়া নানাপ্রকার কু-ক্রিয়া-রঙ্গে প্রমত্ত থাকে।।২৪১-২৪৪।।

কেহ বলেন,—"আগামী কল্যই আমরা ধর্মাধিকরণে ইহাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিব। যে-সকল লোক দ্বার রুদ্ধ করিয়া কুক্রিয়াসক্ত হয়, তাহাদিগের প্রত্যেককেই পিঠমোড়া দিয়া বাঁধিয়া লাইয়া যাইবে।।"

দেয়ানে,—(ফারসী দীবান্)—রাজসভা, ধর্মাধিকরণ আদালত।

কাঁকাল,—কটি, কোমর, মধ্যদেশ।।২৪৫।।

যাহা কখনও এদেশে ছিল না, সেই হরিকীর্তন এখানে আনিয়া লোকের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাধা দিল। চিরদিনের জন্য সাংসারিক সুখ বিনষ্ট হইল—দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

চিরন্তন,—(চিরম্+তন (ভাবার্থে তটন্) যাহা বহুকাল হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে, বহুকাল প্রচলিত, চিরকালীন।।২৪৬।।

ইহাদের দৌরাত্ম্যে দেবগণ শস্যোৎপাদনের জন্য উপযোগী বৃষ্টি দিতেছেন না, তাহাতে ধান্যসকল মরিয়া যাইতেছে। সুতরাং ধনাভাব ও দারিদ্র্য দেশকে আচ্ছন্ন করিল।।২৪৭।।

কীর্তন-মর্মে ও ধর্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ লোকের নানাপ্রকার জল্পনা ও কোলাহল—

কেহ বলে,—"ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য-ধর্ম।
পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম।।"২৫১।।
কেহ বলে,—"এগুলা দেখিতে না যুয়ায়।
এ গুলার সম্ভাষে সকল-কীর্তি যায়।।২৫২।।
ও নৃত্য-কীর্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেহ এই মত হয়, দেখ পরতেকে।।২৫৩।।
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এ গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত।।"২৫৪।।
কেহ বলে,—"আত্ম বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য হয়, না জানিল ইহা।।২৫৫।।
আপন শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন।।"২৫৬।।
কেহ বলে,—"কোন্ কার্য পরেরে চর্চিয়া।
চল সবে ঘর যাই, কি কার্য দেখিয়া।।২৫৭।।
কেহ বলে,—"না দেখিল নিজ কর্ম-দোষে।
সে সব সুকৃতি, তা সবারে বলি কিসে?" ২৫৮।।
সকল পাষণ্ডী—তা'রা এক চাপ হঞা।
"এহো সেই গণ" হেন বুঝি যায় ধাঞা।।২৫৯।।
"ও কীর্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ?
শত শত বেড়ি' যেন করে মহাদ্বন্দ্ব।।২৬০।।
কোন জপ, কোন তপ, কোন তত্ত্বজ্ঞান।
তাহা না দেখিয়ে করি' নিজ কর্ম-ধ্যান।।২৬১।।
চাল-কলা-দুগ্ধ-দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি' খায় একত্র হইয়া।।"২৬২।।
পরিহাসে আসি' সবে দেখিবার তরে।
"দেখি, ও পাগল-গুলা কোন্ কর্ম করে।।"২৬৩।।

---

কেহ বলিল,----"এইরূপ কার্য তাহারা অধিক দিন চালাইতে পারিবে না, সুতরাং দুই একদিন অপেক্ষা কর। দেখা যাউক, উহারা কি করিয়া তুলে।।"২৪৮।।

হরিবিমুখ অভক্তগণের মধ্যে পণ্ডিতাভিমানী কোন ব্যক্তি বলিলেন,----"ভূসুর ব্রাহ্মণের নৃত্য করা ধর্ম নহে। উহা নটাদি ছোট লোকের বৃত্তি। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও এই প্রকার নীচ বৃত্তি ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবর্তিত হইল----ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।।"২৫১।।

কেহ বলিলেন,----"ইহাদের দর্শন করিলেও ব্রাহ্মণের পূর্ব গৌরবসমূহ বিনষ্ট হয়। সুতরাং ইহাদিগকে একেবারেই দেখা উচিত নহে।।"২৫২।।

"ইহাদের এই প্রকার নৃত্য-কীর্তন যদি ভাল লোকে হঠাৎ কৌতূহল-বশতঃ দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলেও তাঁহাদের মস্তিস্ক বিকৃত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ----উহাদের গোষ্ঠী বৃদ্ধি।।"২৫৩।।

কেহ বলিল,----"আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিলে কিরূপে ফলোদয় হইবে?"২৫৫।।

"নর-শরীরের মধ্যেই নিষ্পাপ ব্রহ্মের অবস্থান। সুতরাং এই কীর্তনকারী অনভিজ্ঞগণ নিজ গৃহে ধনের অন্বেষণ না করিয়া ধন-লাভের আশায় বনে বনে বেড়াইলে তাহাতে কি ফল লাভ হইবে?" অহং গ্রহোপাসক-সম্প্রদায়ের এইরূপ উক্তি----ভক্তির স্বরূপনিরূপণে ব্যাঘাতের নিদর্শন মাত্র।।২৫৬।।

কেহ বলিল,----"পরের আলোচনা করিয়া আমাদের কোন ফল নাই। চল, আমরা নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হই।।"২৫৭।।

কেহ বলিল,----"আমরা নিজ নিজ কর্মফলদোষে কীর্তনবিসাল দেখিতে পারিলাম না। যাহারা কীর্তনে যোগদান করিবার বা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা সুকৃতি অর্থাৎ ভাগ্যবান্। আমরা ভাগ্যহীন----তাহাদিগকে কেমন করিয়া কিছু বলি?"২৫৮।।

পাষণ্ডিগণ ঐরূপ কথা শুনিয়া----'ইনিও ঐ দলের লোক'----ইহা মনে করিয়া তাহার প্রতি একজোট হইয়া ধাবমান হইল।

একচাপ----(এক----(একত্র) + চাপ (জমাট) সমবেত, একজোট।।২৫৯।।

এতেক বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে।
এক যায়, আর আসি' বাজায় দুয়ারে।।২৬৪।।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য়।।২৬৫।।
পুনঃ ধরি' লই' যায় যেবা নাহি দেখে।
কেহ বা নিবৃত্ত হয় কারো অনুরোধে।।২৬৬।।
কেহ বলে,—''ভাই, এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল।।২৬৭।।
দর্দুরী উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই হুড়াহুড়ি।।২৬৮।।
'হই হই, হায় হায়'—এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অযশ-কাহিনী।।২৬৯।।
মহা-মহা-ভট্টাচার্য সহস্র যেথায়।
হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা বসে নদীয়ায়।।২৭০।।
শ্রীবাস বামনারে এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' কালি লৈয়া ফেলাইব স্রোতে।।২৭১।।
ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল।।''২৭২।।

গ্রন্থকারের কোলাহলকারী পাষণ্ডেরও ভাগ্যপ্রশংসা—

এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে সকল।।২৭৩।।
প্রভু-সঙ্গে একত্র জন্মিলা এক গ্রামে।
দেখিলেক, শুনিলেক সে সব বিধানে।।২৭৪।।

শ্রীচৈতন্যগণের বহির্মুখ-বাক্যে বধিরতা এবং কৃষ্ণরস মত্ততা—

চৈতন্যের গণ-সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে।
বহির্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে।।২৭৫।।
''জয় কৃষ্ণ মুরারী মুকুন্দ বনমালী।''
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতূহলী।।২৭৬।।
অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো, সবে সত্ত্ব-কলেবর।।২৭৭।।

চৈতন্যের কীর্তন-বিলাসের কাল-নিরূপণ—

বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল।।২৭৮।।
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক-হেন সব গোপিকা মানিল।।২৭৯।।
এই মত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস।।২৮০।।

নিজতত্ত্ব প্রকাশার্থ প্রহরেক রাত্রি থাকিতে মহাপ্রভুর বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ—

এই মতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষ মাত্র সে এক প্রহর।।২৮১।।
শালগ্রামশিলা-সব নিজ কোলে করি'।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি।।২৮২।।

প্রভু-ভারে ভগ্নোন্মুখ খট্টায় নিত্যানন্দের স্পর্শে অনন্তের অধিষ্ঠান—

মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর-ভরে।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে।।২৮৩।।
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা, দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।।২৮৪।।

চৈতন্যের আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ—

চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জন।।২৮৫।।
''কলিযুগে মুঞি কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি সেই ভগবান্ দেবকীনন্দন।।২৮৬।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-মাঝে মুই নাথ।
যত গাও, সেই মুঞি, তোরা মোর দাস।।২৮৭।।

---

ইহাদের ঐরূপ কীর্তনে যোগদান না করিলে আমাদের কি অসুবিধা হইতে পারে? ইহাদের যে কীর্তন, উহা যেন শত শত লোক মিলিয়া মহাযুদ্ধ-মাত্র।

দ্বন্দ্ব----বিবাদ, কলহ, যুদ্ধ।।২৬০।।

ইহাদের মধ্যে জপের তথ্য, তপস্যার তথ্য, তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান কিছুই দেখিতে পাই না। ইহারা নিজ নিজ মনোমত কর্ম ও ধ্যান করিয়া চাল, কলা, দই, দুধ একত্র মিশ্রণপূর্বক সকলে মিলিয়া ভোজন করিয়া জাতি নাশ করিতেছে।।২৬১-২৬২।।

নিজাবেশে প্রভু-কর্তৃক সকল নৈবেদ্য আহার—

তো-সবার লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ', সেই আমার আহার।।২৮৮।।
আমারে সে দিয়াছ সব উপহার।"
শ্রীবাস বলেন—"প্রভু সকল তোমার"।।২৮৯।।
প্রভু বলে—"মুঞি ইহা খাইমু সকল।"
অদ্বৈত বলয়ে—"প্রভু বড়ই মঙ্গল।।"২৯০।।
করে করে প্রভুরে যোগায় সব দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে।।২৯১।।
দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়।
"আর কি আছয়ে আন"—বলয়ে সদায়।।২৯২।।
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা-স্রক্ষিত।
মিশ্রি, নারিকেল জল শস্যের সহিত।।২৯৩।।
কদলক চিপিটক, ভর্জিত-তণ্ডুল।
'আর আন' পুনঃ বলে খাইয়া বহুল।।২৯৪।।
ব্যবহারে জন-শত-দুইর আহার।
নিমিষে খাইয়া বলে—"কি আছয়ে আর?" ২৯৫।।
প্রভু বলে,—"আন আন, এথা কিছু নাঞি।"
ভক্ত সব ত্রাস পাই' সঙরে গোসাঞি।।২৯৬।।

নৈবেদ্যের অভাবে ও ক্ষুদ্রতায় ভক্তগণের সঙ্কোচ এবং ভগবানের আশ্বাস প্রদান—

করযোড় করি' সব কয় ভয়-বাণী।
"তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি? ২৯৭।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে।
তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে?"২৯৮।।
প্রভু বলে,—"ক্ষুদ্র নহে ভক্ত উপহার।
ঝাট আন, ঝাট আন, কি আছয়ে আর।।"২৯৯।।
"কর্পূর তাম্বূল আছে",—শুনহ গোসাঞি।
প্রভু বলে,—"তাই দেহ কিছু চিন্তা নাঞি।।"৩০০।।
আনন্দ হইল ভয় গেল সবাকার।
যোগায় তাম্বূল সবে যার অধিকার।।৩০১।।
হরিষে তাম্বূল যোগায়েন সর্ব-দাসে।
হস্ত পাতি' লয় প্রভু সবা চাহি হাসে।।৩০২।।
দুই চক্ষু পাকাইয়া করয়ে হুঙ্কার।
'নাড়া নাড়া নাড়া' প্রভু বলে বারবার।।৩০৩।।

ভক্তগণের সন্ত্রস্তভাবে অবস্থান ও সকলকে বর প্রার্থনা করিতে মহাপ্রভুর আদেশ—

কিছুই না বলে কেহ, মৌন করি' বসে।
সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে।।৩০৪।।
মহাশাস্তিকর্তা-হেন ভক্ত-সব দেখে।
হেন শক্তি নাহি কারো, হইবে সম্মুখে।।৩০৫।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু-শিরে ধরে ছাতি।
যোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি।।৩০৬।।
মহা-ভয়ে যোড়হাতে সব-ভক্তগণ।
হেঁট মাথা করি' চিন্তে চৈতন্য-চরণ।।৩০৭।।
এ ঐশ্বর্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
সেই অবশ্য দেখিব চৈতন্য-শ্রীমুখ।।৩০৮।।
যেখানে যে আছে, সে আছয়ে সেইখানে।
তদূর্দ্ধ হইতে কেহ নারে আজ্ঞা-বিনে।।৩০৯।।
'বর মাগ' বলে অদ্বৈতের মুখ চাহি'।
"তোর লাগি' অবতার মোর এই ঠাঞি।।"৩১০।।
এইমত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া।
'মাগ, মাগ' বলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।।৩১১।।

---

দুইজন ভক্তিবিরোধী পাষণ্ডীর পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে ভক্তগণের আলোচনা করিতে গিয়া উচ্চ হাস্য ও গলাগলি করিয়া পড়িয়া যায়।।২৬৫।।

"শ্রীবাসের বাড়ীতে যেন ভেকের কোলাহল আরম্ভ হইয়াছে। দুর্গোৎসবকালে যেরূপ লোকে ব্যস্ত হইয়া হুড়াহুড়ি করে, ইহারাও তদ্রূপ ব্যস্ত ও কোলাহলমত্ত।।"২৬৮।।

"যে নদীয়ায় সহস্র সহস্র পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের বাস, সেই স্থানে আজ কিনা কতকগুলি শঠ বা লম্পট ব্যক্তি প্রাধান্য স্থাপন করিল।"

এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশে।
দেখি ভক্তগণ সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে।।৩১২।।

চৈতন্যের রঙ্গ—অচিন্ত্য, কেবল ভক্তগণের অধিগম্য—

অচিন্ত্য-চৈতন্য-রঙ্গ-বুঝন না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য করি' পুনঃ মূর্চ্ছা পায়।।৩১৩।।

বাহ্য প্রকাশিয়া পুনঃ করয়ে ক্রন্দন।
দাস্যভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ।।৩১৪।।

গলা ধরি' কান্দে সব-বৈষ্ণব দেখিয়া।
সবারে সম্ভাষে 'ভাই', 'বান্ধব' বলিয়া।।৩১৫।।

লখিতে না পারে কেহ, হেন মায়া করে।
ভৃত্য বিনা তাঁর তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে? ৩১৬।।

প্রভুর চরিত্র দেখি' হাসে ভক্তগণ।
সবাই বলেন,—"অবতীর্ণ নারায়ণ।।"৩১৭।।

শ্রীগৌরসুন্দরের ঐশ্বর্য সঙ্গোপন ও মূর্চ্ছা এবং ভক্তগণের ক্রন্দন ও চিন্তা—

কতক্ষণ থাকি' প্রভু খট্টার উপর।
আনন্দে মূর্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর।।৩১৮।।

ধাতু-মাত্র নাহি,—পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি' সব পারিষদ লাগিলা কান্দিতে।।৩১৯।।

সর্ব-ভক্তগণ যুক্তি করিতে লাগিলা।
আমা-সবা' ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা।।৩২০।।

যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর-ভাব করে।
আমরাহ এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে।।৩২১।।

ভক্তগণের চিন্তায় সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাহ্য-প্রকাশ এবং ভক্তগণের আনন্দ-কোলাহল—

এতেক চিন্তিতে সর্বজ্ঞের চূড়ামণি।
বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা-হরিধ্বনি।।৩২২।।

সর্বগণে উঠিল আনন্দ-কোলাহল।
না জানি কে কোন্‌দিগে হইল বিহ্বল।।৩২৩।।

এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপ-পুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে।।৩২৪।।

অধ্যায়ের ফলশ্রুতি—

এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ।
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহু তা'র মন।।৩২৫।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।৩২৬।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

---

ঢাঙ্গাইত,—(ঢাঙ্গাতি) ছল, শঠ, লম্পট, চোর।।২৭০।।

ব্রাহ্মণাপসদ কুল কলঙ্ক শ্রীবাসকে শ্রীনবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। শ্রীবাসের পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া গঙ্গার স্রোতে ফেলিয়া দিব।।২৭১।।

শ্রীবাস-ব্রাহ্মণ গ্রামের সকল মঙ্গল বিনাশ করিল। ব্রাহ্মণ প্রভাব ক্ষীণ হইলে যবনগণ প্রবল হইবে।।২৭২।।

ভাঃ ১০।২৯।১ ও ১০।৩৩।৩৮ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা আলোচ্য।।২৭৯।।

ব্যবহারে,—লৌকিক বিচারে।।২৯৫।।

তথ্য—"অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্না ভূর্যেব মে ভবেৎ।।" (ভাঃ ১০।৮১।৩)।।২৯৯।।

দুই চক্ষুর তারা ঘূর্ণিত করিয়া মহাপ্রভু 'নাড়া, নাড়া' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।।৩০৪।।

গৌরসুন্দর আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার স্পন্দনময়ী জীবনীশক্তি লক্ষিত হইল না। পার্ষদগণ সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 'ধাতু'-শব্দে বাত-পিত্ত-কফাত্মক নাড়ীত্রয়।।৩১৯।।

নবদ্বীপপুর—গৌড়পুর শ্রীমায়াপুর-পল্লী।।৩২৪।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।